

98134 - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি 'গণতন্ত্র' ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ- সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে- KRATIA অর্থ- শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যসেব আইন মনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবিক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রের অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামতি, সুদী মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতলি করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চয়ে উত্তম বিধানদাতা কউে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্ম” [সূরা গাফরে, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করলে না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ট নন?” [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি

আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে গায়বে বিষয়রে জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “তারা কি জাহলেয়াতরে হুকুম চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলরে স্রষ্টি। তিনি জানেন, কোন বধিান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বধিান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজরে জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সটোই তো জানে না; থাকতো অন্যরে জন্য কোনটা উপযুক্ত সটো জানবে। এ কারণে যে দেশেগুলোতে জনগণরে প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশেগুলোতে বশিষ্টা, চারিত্রিকি অবক্ষয়, সামাজিকি বপিরয়য় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটিনিছিক একটি শিলোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নাই। এ শিলোগানরে মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দয়ো উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদের করদ। এর চয়ে বড় প্রমাণরে আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসেতি যদা এমন কিছু থাকে তখন তারা সটোক পায়রে নীচে পষিট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চিপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলরে জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দললিরে প্রয়োজন নাই। দিনরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দললি লাগে তাহলে ববিকে আর কিছু ধরবে না।

‘মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসছে-

পারলামেন্টারি ডেমোক্রেসে: এটা এমন একটি গণতন্ত্রিকি শাসনব্যবস্থা যাতো জনগণরে নির্বাচতি প্রতিনিধিবর্গরে নির্বাচনে গঠতি পরষিদরে মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরচিলনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বশিষে কিছু ক্ষেত্রে বশিষে কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপে করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণরে কতপিয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনরে বস্তিারতি বা সংক্ষিপ্ত বলি উত্থাপন করে। এরপর পারলামেন্টে কমটি সটোর উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পারলামেন্টরে অনুমোদনরে পর জনগণরে রায় প্রকাশ করার জন্য পশে করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়রে মধ্যে সংবধিান কর্তৃক নির্ধারতি

সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতনে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সটে বাতলি করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহে নই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শরিকের স্বরূপমাত্র। যাহেতে এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তবে আমরা আল্লাহকে ছেড়ে নছিক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তবে আমরা এবং তেঁাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নই। তিনি আদেশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তনি:

অনকে মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মান- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটা একটা ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটা পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারত্রিক স্থলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেকে। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রসিলাত, কুরআন, সাহাবায়েরোমের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপের্দা, বহোয়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতের দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টপ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু ‘নাৎসদের ইহুদিনিধি’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নষিধে। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাজ্ঞাকে অস্বীকার করে তাকে শাস্ত দিও হয়, জলে পুরা হয়। অথচ এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কটে অস্বীকার করতই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজদেরে সদিধান্ত নিজদেরেকে নয়োর সুযোগ দলি না কেনে?! কেনে তারা মুসলমানদেরে দেশগুলোকে উপনিবেশে বানাল, তাদেরে ধর্ম ও বিশ্বাস পরবিত্তনেরে পদক্ষেপে গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাজ্ঞা চালাচ্ছিলি অথবা ইতালিয়ানরা মশিরে গণহত্যা চালাচ্ছিলি বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে

হত্যাযজ্ঞঃ চালাচ্ছিলি তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদের নকিটেও স্বাধীনতা কতগুলো নয়িম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত; যমেন-

১- আইন: কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে রাস্তাততে সাধারণ চলাচলেরে বপিরীত দকিচে চলবে বা গাড়ী চলাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কটে তার দকিচে ভরুক্ষপেও করবে না।

২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনেরে পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছলিয করবে, তাড়িয়ে দবি। কারণ এটি প্রথার বপিরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হয়ে প্রতপিন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মেরে কোন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যমেন- তাদের স্বাধীনতা বশে কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহে নেই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসছে এর মধ্যই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষেরে জন্ম উপকার। নারীকে বপের্দা হতে নষিধে করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খতে নষিধে করা ইত্যাদি সব মানুষেরে শারীরিক, মানসিক ও জবৈনিক কল্যাণই। কনিতু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বধিবদ্ধ করে তখন তারা সটো প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনেরে পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে “শুনলাম ও মানলাম”।

চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসেশি ব্দটা ইসলামে ‘শুরা’ শব্দরে প্রতশিব্দ। এটি কয়কেটি কারণে ভুল। কারণগুলো নমিনরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসেরে বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়।

পক্ষান্তরে ‘জনগণেরে শাসন’ এ ধর্মেরে অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনেরে বলে মদ বক্রিরি বধৈতা দয়ো হয়েছে।

ব্যভিচার ও সুদরে বধৈতা দয়ো হয়ছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দকি আহ্বানকারীদরে তৎপরতাককে কণেঠাসা করা হয়ছে। এ ধরণরে কণেঠাসাকরণ ইসলামি শরয়ীর সাথে সাংঘর্ষকি। শুরা পদ্ধততিে এমন কোন সদিধান্ত নয়োর কোন সুযোগ আছে ক?!

২. শুরা কমটি গঠতি হয় এমন ব্যক্তবিরগদরে সমন্বয়ে যাদরে মধ্যে ফকিহ, ইলম, সচতেনতা ও চরতির ইত্যাদরি একটা উন্নত মান বদিযমান থাকে। কারণ চরতিরহীন ব্যক্তবা বোকোর সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফরে বা নাস্তকিরে সাথে পরামর্শ তে আরও দূররে কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটেকি পার্লামেন্টে: পূর্ববোক্ত গুণগুলোর কোন ববিচেনা নই। একজন কাফরে, দুর্নীতবিাজ, নরিবোধ ব্যক্ততি পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্ররে কী সম্পর্ক?!

৩. শাসক শুরার সদিধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমটিরি একজন সদস্য যে পরামর্শ দয়িছেনে তার দললিরে বলষ্টিতার কারণে তনি সটোই গ্রহণ করবনে। অন্য সদস্যদরে মতামতরে পরবির্তে এই মতকে সঠকি মনে করবনে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রকি পদ্ধততিে ‘অধিকাংশ সদস্যরে’ মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ- তাদরে ধর্মকে নিয়ে গটোরববোধ করা, তাদরে রবরে পক্ষ থেকে দয়ো বধিনরে প্রতি আস্থা রাখা; এ বধিন তাদরে দুনিয়া ও আখরোতরে কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরয়িত বরিোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজরে মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসতি সকল মুসলমানরে কর্তব্য জীবনরে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বধিন মনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছ- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরয়িতকে সম্মান করা, নবীর আদর্শরে অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নকিট প্রার্থনা করছি তনি যনে ইসলামরে মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করনে এবং ষড়যন্ত্রকারীদরে ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।